ছায়াত বট

সৈকত মিস্ত্রি

একটি ছোট্ট বীজ যে কত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে তা কোনও বটগাছ না দেখলে বোঝা যায় না। বটগাছ দেখেনি এমন মানুষ এদেশে খুঁজে পাওয়া অবশ্য ভার, দূর থেকে তার ফলও আমরা গাছে গাছে ফলে থাকতে দেখেছি নিশ্চয়। কিন্তু তার দানা বা বীজ সম্বন্ধে কি সবার ধারণা আছে? বটগাছের বীজ অতি ক্ষুদ্র। আকারে একটি পোস্ত বা আফিং বীজের মতো। ভাবতে অবাক লাগে, পোস্ত বীজের মতো একটা দানা থেকে কয়েক হেক্টর জমি জুড়েএকটি বটগাছ কী করে বেড়ে ওঠে ?

বটগাছের মতো দীর্ঘ জীবন বোধহয় আর কোনও গাছের নেই। এলাহাবাদের প্রয়াগে আছে অক্ষয়বট। তার সম্বন্ধেকিংবদন্তীর মতো অনেক কাহিনীও প্রচলিত আছে। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখনও তাকে দর্শন করতে যায়। চীনা তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাং এক হাজার বছরেরও বেশি আগে ভারতবর্ষ ভ্রমনে আসেন। তিনিই প্রথম এই অক্ষয়বটের বর্ণনা দেন। বটগাছকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ব্যানিয়ান'। হিন্দিতে তার নাম 'বড়', তামিলে 'আনা'। ইংরেজি 'ব্যানিয়ান' নামটা সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু আছে, যেমন---ইউরোপীয়রা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে তখন তারা লক্ষ্য করেছিল বানিয়ারা, অর্থাৎ হিন্দু বণিকরা এই গাছ খুব পছন্দ করে। তারা পুজো করার জন্য অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য এই গাছের নীচে জড়ো হত। এ থেকে ইউরোপীয়রা এই গাছের নাম দিয়েছিল 'ব্যানিয়ান ট্রি'।
এর বিজ্ঞানসম্মত নাম 'ফাইকাস্ বেঙ্গালেন্সিস' (Ficus benghalensis) ।

আমাদের দেশ ভারবর্ষের গ্রীষ্মকালে গ্রামাঞ্চলের পথিকদের কাছে বটগাছ তলা হল পান্থশালা এবং মভূমিতে মরূদ্যানের মতোই আরামপ্রদ। বিহার, উত্তপ্রদেশ, রাজস্থানসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামে গ্রামে সেখানকার মানুষ গ্রীষ্মের তাপ থেকে বাঁচার জন্য প্রধানত বটগাছ লাগায়।

বটগাছের ছায়া অন্য গাছের ছায়ার চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা কেন এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসতেই পারে। বটগাছের পাতাগুলি গড়পড়তা অন্যান্য গাছের পাতার চেয়ে অনেক বেশি পু এবং গাছটি খুব উঁচু না হওয়ায় প্রচুর পাতাযুক্ত শাখাগুলি ছাতার মতো বিন্যস্ত হয়ে ছায়া সৃষ্টি করে। বটগাছেব পাতা এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে, বটগাছের তলায় বসে সূর্যের অলো তথা বৃষ্টি, দুটোর থেকে বাঁচা যেতে পারে। এছাড়াও এই গাছ শেকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে তুলে আনা জলের বাড়তি অংশ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় পাতার ভেতর দিয়ে বাতাসে ছেড়ে দেয়। সেজন্য বটগাছের ছায়া সুশীতল। তার আর এক নাম তাই ছায়াত।

ভারতীয় সাহিত্যের ঊষালগ্ন থেকেই বটগাছ সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে--কখনও পর্শ্বচরিত্র, কখনও নায়করূপে। বুদ্ধদেব যে-গাছটির নীচে বসে সুজাতা নাম্নী তণীর দেওয়া পায়েস খেয়েছিলেন, সে গাছটিও ছিল বটগাছ। মহাভ

ারতে আছে, দুর্যোধনের ঊভঙ্গের দিন কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা রাত্রিকালে আহত দুযোধনের সঙ্গে দেখা করার পর বটগাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে পেঁচা কর্তৃক কাকদের নিহত হতে দেখেছিলেন।
রামায়ণে দেখা যায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটী (পঞ্চবটের সমাহার) বনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকেই সীতাদেবী অপহৃত হয়েছিলেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে কন্বমুনির আশ্রম ছিল তিন হাজার বছরের পুরনো এক বট গাছের নীচে। এ সমস্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন সাহিত্যে বটগাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

এদেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বটগাছ প্রায়ই নানা দেবতার আশ্রয়স্থল। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ হিন্দু মন্দিরগুলি বটগাছের গোড়ায় অথবা বটগাছের ছায়ায় গড়ে উঠেছে। অনেক জায়গাতেই বটগাছ ও অশ্বত্থ গাছ একসঙ্গে থাকলে ত াদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু আছ। কোনও গ্রামের কোনও বটগাছের ডালে ঢিল বেঁধে মানত করেন সন্তানহীনা মহিল ারা।

শৈশবে বটগাছকে নিয়ে বহু প্রাচীন রূপকথাও মানুষ বংশপরম্পয়ার শুনে আসছে মা-ঠাকুমার কাছে। বটগাছ মানুষের কত প্রিয় হতে পারে তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'পুরনো বট' কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়।

সবরকম বটগাছই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, হয়ে উঠতে পারে বহু পশু পাখির আশ্রয়স্থল -- সেকথা বোঝা যায়হাওড় ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছটিকে দেখলে। তার মূল কাণ্ড (গুঁড়ি) যেখানে ছিল সেখানে আজ একটি বেদি স্থাপন করা হয়েছে এবং সেই বটগাছ তার বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে।

ছোট নদী, পাড়ে বিরাট বটগাছ, বৃক্ষ শাখায় বসে রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে, পাশ দিয়ে বহমান নদীতে পালতোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে -- পূর্ববঙ্গের বহু মানুষের নস্টালজিয়ায় এরকম ছবি ভেসে ওঠে।

শহরের পার্কগুলিতে আজও বটগাছ দেখা যায়। তাদের পূর্বপুষ হয়তো কোনও পাঠশালার ছায়াত ছিল। বর্তমানে তারা এই ইঁট-কাঠ, পাথরের শহরগুলিতে বংশধরদের সাহায্যে প্রাণের আনন্দ জোগাচ্ছে।

ভারবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য - সংস্কৃতির কথা মনে রাখতে হলে, পরিবেশকে পাখির গানে, মুক্তবায়ুতে পূর্ণ রাখতে হলে প্রধ ানত বটগাছ ও অন্যান্য ছায়াত শহরের পার্ক, বিদ্যালয় ভবনের উঠোন ইত্যাদি জায়গায় রোপন করতে হবে। মনে র াখতে হবে "Environment is changeable."

বটগাছ প্রায়ই বড় মানুষের উপমা হয়ে ওঠে। আমরা শুনি, আহা, মানুষটা ছিলেন যেন বটগাছ। অর্থাৎ, তাঁর কাছেআশ্র য় পেয়েছে, তাঁর সাহায নিয়ে বেঁচেছে অনেক দুঃস্থ, অনেক আতুর। এ কথাগুলো আমাদের ছোটবেলা থেকে কানে ঢুকে ঢুকে এতটাই আটপৌরে হয়ে উঠেছে যে আমরা আর খোঁজ করতে যাই না, বড়মানুষটা যেমনই থাকুন, বটগাছটি অ াসলে কেমন? সত্যিই কি তা অনেককে আশ্রয় দেয়? এ প্রশ্নটা ইদানীং বিশেষ গুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইকোলজি-বিদ মাধব গ্যাডগিল বলছেন, এই সময়ে যখন চারদিকে নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে, অরণ্য কুঁকড়ে ছোট হতে হতে ক্রমশ হারিয়েই যাচ্ছে কোনও কোনও জায়গা থেকে, তখন এই বটগাছগুলিই ত্রাতা হয়ে উঠতে পারে। একটা বড় অরণ্য যখন দূরে দূরে ছড়ানো ছেটানো অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায় তখন বন্যপ্রাণীদের খুবই অসুবিধে হয়। একটা পাখির কথা ধরা যাক, যে তার রোজকার প্রয়োজনীয় খাবার ওই হাতের তালুর সমান এলাকা থেকে জোটাতে পারে না। কী করবে সে? সে চেষ্টা করেবে দুরের ওই আর এক টুকরো সবুজে পৌঁছতে। কিন্তু সেই সবুজে

যেতে গেলে তাকে পেরতে হবে একটানা গাছপালাহীন প্রান্তর। সেখানেও তাকে শিকার করে ফেলতে পারে ওত পেতে থাকা কোনও বাজ। এইরকম সংকট তাদের নিজেদের মতো করে অনুভব করে প্রতিটি প্রাণী। তারা ক্রমশ একটা চাপের মধ্যে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা হয় ওই স্থান একেবারে ত্যাগ করে, অথবা শিকারি প্রাণীর খাদ্য হয়।

গ্যাডগিল বলেছেন, যেখানে হারিয়ে যাওয়া অরণ্য আবার ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় আমাদের জানা নেই, সেখানে এই বটগাছের মতো বড় গাছগুলিকেই বেশি করে রক্ষা করতে হবে। এগুলো ওই প্রাণীগুলিরি কাছে এক একটা সরাইখানার মতো। পাখিরা ছোট ছোট উড়াল দিয়ে এই গাছের আশ্রয়ে এসে উঠতে পারে, সেখান থেকে আবার আর একটা উড়ালে পরের বটগাছে, যতক্ষণ না সে পৌঁছতে পারছে ওই পরের অরণ্যখণ্ডটিতে। এইভাবে, অল্পদূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা এই বটগাছগুলোর ছড়ানো সবুজ চাঁদোয়া যেন প্রকারান্তরে একটানা আদি অরণ্যেরই অনুভব জাগাতেপারে ওখানকার অারণ্যক জীবগুলোর মধ্যে।

যে কেউ, বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, তাদের এলাকায় এইরকম একটা সমীক্ষা করতে পারে। প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ির কাছাকাছি কোনও না কোন বটগাছ আছে। আসাযাওয়ার পথে তার দিকে নিয়মিত চোখ বোলানোই যথেষ্ট। দেখতে হবে, কী কী (ও সম্ভব হলে, কতগুলো) পাখি, স্তন্যপায়ী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ ইত্যাদি ওই গাছকে কোনও না কোনওভাবে ব্যবহার করছে (খাদ্য হিসেবে, আশ্রয় হিসেবে ইত্যাদি)। প্রাণীগুলি চেনার জন্য 'সবুজ বার্তা'ও সাহায্য করতে পারে। পর্যবেক্ষণগুলি তারিখ সহ লিখে এলে আমরা তা বিশ্লেষণ করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার উদ্যোগও নিতে পারি। তাতে এ অঞ্চলে বটগাছের ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

[তথ্যসূত্র গাছের কথা - রাসকিন বন্ড, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা নাটক।]
ছাত্র, নবম শ্রেণী, মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com